তারিখ 27 JAN 2017
পৃষ্ঠা ২ ০ কলাম ৫

কালের কণ্ঠ

রাজধানীর নামি স্কুলে ভর্তিতে দ্বিগুণ ফি

শরীফুল আলম সুমন ▷

অনিয়ম ধরতে সরাসরি মাঠে নেমেছে দুদক

ভর্তি নীতিমালা মানছে না রাজধানীর নামিদামি স্কুলগুলো। নীতিমালায় বাংলা ভার্সনের স্কুলগুলোর জন্য সর্বোচ্চ আট হাজার টাকা ভর্তি ও সেশন ফি নির্ধারণ করা হলেও এর দ্বিগুণও আদায় করা হচ্ছে। বিশেষ কৌশল হিসেবে অনেক স্কুলই দুটি রসিদের মাধ্যমে এই টাকা নিচ্ছে, যাতে টাকার অঙ্ক বেশি মনে না হয়। অভিভাবকরা উচ্চবাচ্য করলে শিক্ষার্থীকে স্কুল থেকে বের করে দেওয়ার হুমকিও দিচ্ছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। এ ছাড়া একটি স্কুলে কত আসন খালি আছে তা আগেই প্রকাশ করা হচ্ছে না। ফলে কর্তৃপক্ষ ইচ্ছামতো শিক্ষার্থী ভর্তি করতে পারছে। তবে এবারও নানা অনিয়মের বিষয়ে বরাবরের মতো চুপ রয়েছে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা (মাউশি) অধিদপ্তর।

শিক্ষার্থীদের ভর্তির ক্ষেত্রে নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ অনুসন্ধানের অংশ হিসেবে চলতি মাসের মাঝামাঝিতে রাজধানীর ১৫টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধানকে চিঠি পাঠায় দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। দুদকের পরিচালক মীর জয়নুল আবেদীন শিবলী স্বাক্ষরিত চিঠি স্কুলগুলোতে পাঠানো হয়েছে। স্কুলগুলোর জবাবের পরিপ্রেক্ষিতে দুদকের তদন্তদল স্কুলে স্কুলে গিয়ে অনুসন্ধান শুরু করেছে।

২০১৬ সালের ভর্তি নীতিমালা অনুযায়ী, ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় অবস্থিত এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মাসিক বেতন, সেশন চার্জ ও উন্নয়ন ফি বাবদ সর্বোচ্চ পাঁচ হাজার টাকা নেওয়ার সুযোগ রয়েছে। আর আংশিক এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এই ফি সর্বোচ্চ আট হাজার টাকা নেওয়া যাবে। ইংরেজি ভার্সনে সর্বোচ্চ ১০ হাজার টাকা নেওয়া যাবে। তবে এর মধ্যে কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান উন্নয়ন ফি বাবদ তিন হাজার টাকার বেশি নিতে পারবে না। যেসব শিক্ষার্থী বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে একই প্রতিষ্ঠানে এক ক্লাস থেকে পরবর্তী ক্লাসে উঠবে তাদের ক্ষেত্রে শুধু সেশন চার্জ নেওয়া যাবে, কোনোভাবেই পুনঃ ভর্তি ফি নেওয়া যাবে না।

রাজধানীর মিরপুরে শহীদ পুলিশ স্মৃতি স্কুল অ্যান্ড কলেজে দুটি রসিদের মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থীর ভর্তি ও সেশন ফি বাবদ নেওয়া হয়েছে ১৪ হাজার ৫৬০ টাকা। একটি রসিদে শুধু উন্নয়ন ফি বাবদ নেওয়া হয়েছে চার হাজার ৮০০ টাকা। অন্য রসিদে ভর্তি ফি, সেশন চার্জ, আইডি কার্ড, প্যারেন্টস-টিচার মিটিং, স্টুডেন্ট ওয়েলফেয়ার ফান্ড, লাইব্রেরি, ম্যাগাজিন ফি, জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন ফি, আইসিটি ল্যাব, এডুকেশন ইকুইপমেন্ট ফিসহ ২৭টি খাত বাবদ নেওয়া হয়েছে ৯ হাজার ৭৬০ টাকা।

নাম প্রকাশ না করে পুলিশ স্মৃতি স্কুল অ্যান্ড কলেজের একজন অভিভাবক কালের কণ্ঠকে বলেন, 'ভর্তি ও সেশন চার্জ সর্বোচ্চ আট হাজার টাকা নেওয়া যাবে বলে শুনেছি। এমনকি আমাদের পাশের আরেকটি নামি স্কুলেও আট হাজার টাকা নেওয়া হয়েছে। অথচ এই স্কুলে নেওয়া হচ্ছে দ্বিগুণ। কোনো অভিভাবক এ ব্যাপারে বলতে গেলে উল্টো শিক্ষকদের তোপের মুখে পড়তে হয়। আবার বাচ্চাদের

▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ১

রাজধানীর নামি স্কুলে ভর্তিতে দ্বিগুণ ফি

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

নিয়েও থাকে ভয়। যে অভিভাবক প্রতিবাদ করবেন তাঁর বাচ্চা হেনস্তার শিকার হতে পারে। তাই সব কিছু মুখ বুজে সহ্য করতে হচ্ছে।' এ ব্যাপারে জানার জন্য শহীদ পুলিশ স্মৃতি স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষকে একাধিকবার ফোন দিলেও তিনি ধরেননি।

রাজধানীর যেসব প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে দুদক তদন্ত করছে সেগুলো হলো–মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ মতিঝিল, ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজ, উদয়ন উচ্চ বিদ্যালয়, গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাইস্কুল, আজিমপুর গভর্নমেন্ট গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ, অগ্রণী গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ধানমণ্ডি গভর্নমেন্ট বয়েজ স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি উচ্চ বিদ্যালয়, সেন্ট জোসেফ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, হলিক্রস বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, মণিপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ এবং রাজউক উত্তরা মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ।

দুদকের চিঠিতে সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন শ্রেণিতে শূন্য আসনে শিক্ষার্থী ভর্তির পদ্ধতি ও নীতিমালা, এ বছর ভর্তির আসন সংখ্যা–ইত্যাদি তথ্য সরবরাহ করতে বলা হয়েছে। সরেজমিনে গিয়েও এসব তথ্যের পাশাপাশি ভর্তি কি কত নেওয়া হচ্ছে তারও খোঁজ করছে দুদক। রাজধানীর নামি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার্থী ভর্তির ক্ষেত্রে নানা অনিয়ম সম্পর্কে বেশ কিছু অভিযোগের ভিত্তিতেই দুদক এই তদন্তের উদ্যোগ নিয়েছে বলে জানা যায়।

দুদক সচিব আবু মো. মোস্তফা কামাল কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমাদের কাছে সব স্কুলই তথ্য পাঠিয়েছে। এর ওপর ভিত্তি করে তদন্ত দল অনুসন্ধানকাজ শুরু করেছে। ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে তদন্তকাজ শেষ করার কথা রয়েছে। সে ক্ষেত্রে মার্চ মাসে এ ব্যাপারে প্রতিবেদন জমা দেওয়া হবে।'

রাজধানীর কয়েকজন অভিভাবক জানান, দুদকের তালিকার বাইরে আরো অনেক স্কুল রয়েছে যেগুলোতে অতিরিক্ত ভর্তি ফি নেওয়াসহ নানা অনিয়ম হচ্ছে। একই সঙ্গে এগুলোও অনুসন্ধানের তালিকায় আনা উচিত।

দুদকের অনুসন্ধানে বেসরকারি স্কুলগুলোর পাশাপাশি উঠে এসেছে কয়েকটি সরকারি স্কুলের নামও। রাজধানীর ধানমণ্ডি গভর্নমেন্ট বয়েজ স্কুলের প্রধান শিক্ষক মো. ইনছান আলী কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমাদের স্কুলে দুদকের তদন্ত দল এসেছিল। তারা ভর্তি-সংক্রান্ত বেশ কিছু তথ্য নিয়ে গেছে। তবে এখনো ভর্তি শেষ হয়নি। পরে আরো তথ্য লাগলে আমরা সরবরাহ করব। তবে আমরা সরকারি নিয়মনীতি মেনেই ভর্তি করছি। এই তালিকায় কেন যে আমাদের নাম জুড়ে দেওয়া হলো তা বুঝতে পারছি না।'

জানা যায়, অনেক স্কুলই ভর্তির সার্কুলারে কত আসন খালি আছে তা উল্লেখ করে না। আবার লটারিতে কতটি আসনের বিপরীতে কতজনকে নেওয়া হলো তাও ঠিকমতো জানায় না। বিশেষ করে বেসরকারি নামিদামি স্কুলগুলো যতগুলো খালি আসন থাকে তার চেয়ে কম শিক্ষার্থী লটারিতে ভর্তি করে। পরে ডোনেশনসহ নানা তদবিরে বাকি আসন পূর্ণ করা হয়। আর শিক্ষার্থী ভর্তির তথ্য শুধু স্কুলের একটি রেজিস্টারে ওঠালেই কাজ শেষ। তাই পরে অন্য কেউ এই ফাঁকি ধরতেও পারে না।

মাউশি অধিদপ্তরের পরিচালক (মাধ্যমিক) অধ্যাপক মো. এলিয়াছ হোসেন কালের কণ্ঠকে বলেন, 'ভর্তি নীতিমালা পালন হচ্ছে কি না তা দেখার জন্য আমরা ইতিমধ্যে মনিটরিং টিম গঠন করেছি। তবে ভর্তি এখনো শেষ না হওয়ায় কমিটি এখনো পুরোপুরি কাজ শুরু করতে পারেনি। আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে সব স্কুলের তথ্য নেওয়া হবে। এ ছাড়া ভর্তিতে অতিরিক্ত টাকা বা কোনো অনিয়মের বিষয়ে কেউ অভিযোগ করলে আমরা সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেব।'